জাতীয় বাজেট ২০২২–২৩: সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by
the European Union

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২২

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১। প্রেক্ষাপট এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বাজেট

অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি ও উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিপুল জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ও সেবা খাতে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১–৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে, বিশেষত দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে দেশীয় উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী পণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা জোরদার করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী বিনিয়োগ জোরদার করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া সরকার শক্তি-দক্ষতা অর্জন, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ খাতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। ২০২৫–২৬ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিগত ১৩ বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেশে সম্প্রতি মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এ সময়কালে ৫,২১৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন এবং ৩,৩৬,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস ১৪ শতাংশ হতে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১৩,৫৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

২০২২–২০২৩ বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৫.৭৮ শতাংশ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বাবদ বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩.৬৮ শতাংশ। বিশ্ব বাজারে তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০২২–২০২৩ এর বাজেটে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বেড়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ ভাগ হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি। ২০২২–২০২৩ বাজেটের ২০টি বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা এডিপি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প।

২। প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ পরিচালন ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি। ২০২২–২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৬,০৬৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩.৮ শতাংশ। মোট বাজেটের অংশ বিবেচনায় ২০২১–২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট হতে ২০২২–২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক শতাংশ হারে বৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ (লেখচিত্র-১)।

লেখচিত্র ১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ২০২২–২৩ খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাবনা (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব এবং সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত)

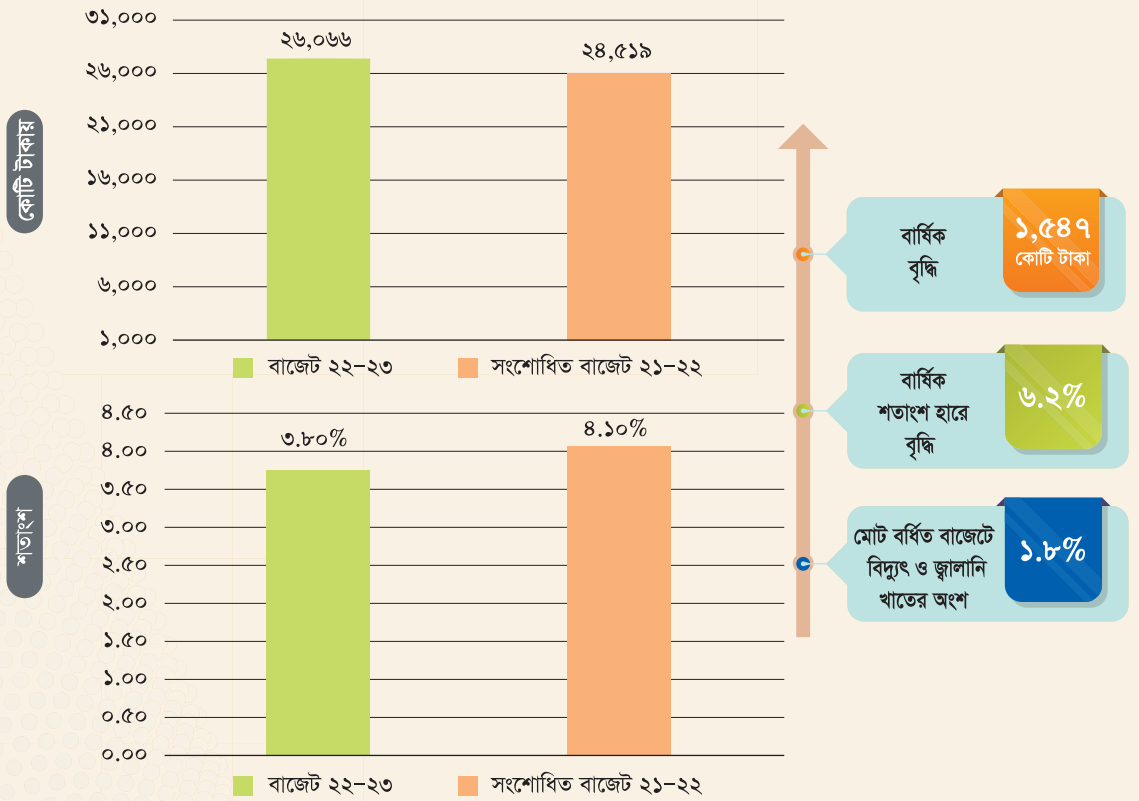

তথ্যসূত্র: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২–২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়

লেখচিত্র ২: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ২০২২–২৩ বাজেটে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট

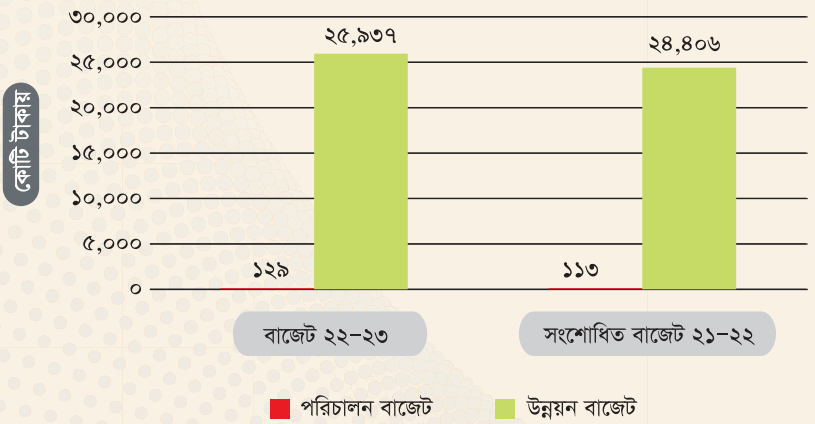

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৩। বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিভাগে ২৫,৯৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের অংশ ৯৩.১৩ শতাংশ (লেখ চিত্র-৩)। উন্নয়ন ব্যয়ের বেশির ভাগ ব্যয় হবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদনে (লেখচিত্র-৪)।

লেখচিত্র ৩: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ প্রস্তাবনা

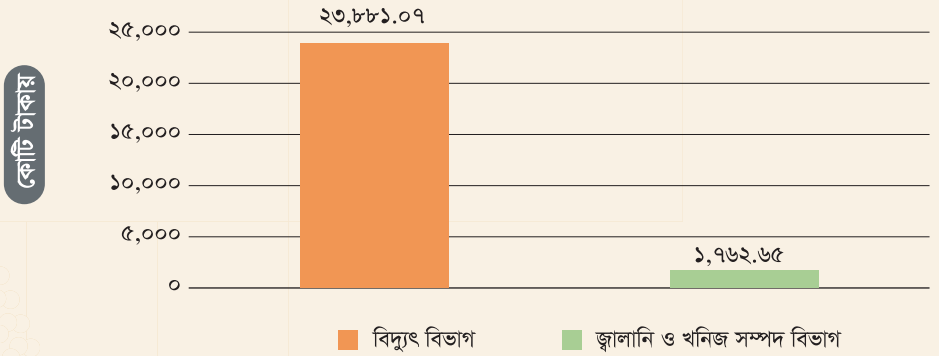

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২–২৩)

লেখচিত্র ৪: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ বিতরণ প্রস্তাবনা

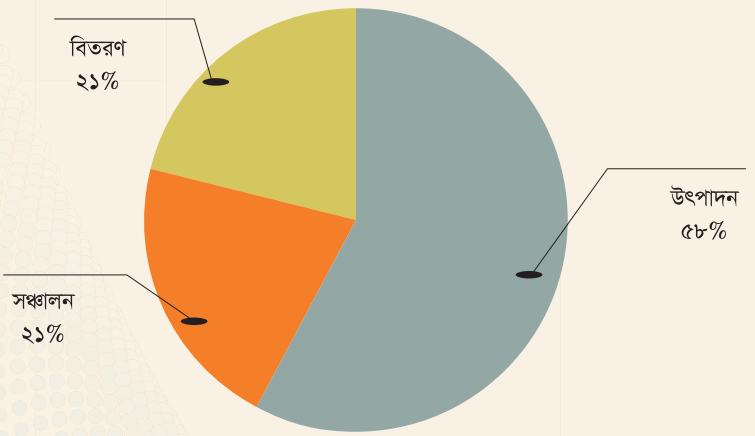

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

৪। উপসংহার

ইতোমধ্যে প্রণীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১–২৫) এবং এসডিজি (২০১৫–৩০) এর ৭নং লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সম্প্রসারণ অব্যাহত আছে। মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ২০২২–২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে গুরুত্ব দিয়েছে।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.